যুগান্তর

তারিখ 11 APR 2009
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

ধর্মীয় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য চেয়ে ডিসিদের কাছে চিঠি যাচ্ছে

বিএম জাহাঙ্গীর

দেশের কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা সরকারের জানা না থাকলেও মার্কিন দূতাবাসের কাছে ঠিকই তথ্য আছে। এ বিষয়ে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের একটি প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বৈঠক করে জানিয়েছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৫ হাজারের বেশি কওমি মাদ্রাসা রয়েছে। তারা সরকারিভাবে কওমি মাদ্রাসার প্রকৃত সংখ্যা জানতে চেয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের আওতাধীন ৩ হাজার ২৫৮টি মাদ্রাসার হিসাব দিতে পারলেও এর বাইরে বিচ্ছিন্নভাবে ৮-১০ হাজার কওমি মাদ্রাসা পরিচালিত হচ্ছে বলে জানিয়েছে। জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জড়িত

থাকছে : পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

যাচ্ছে : চিঠি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হওয়া প্রসঙ্গে বোর্ডের মহাসচিব মাওলানা আবদুল জব্বার জানিয়েছেন, কওমি মাদ্রাসার ছাত্র জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে ১ শতাংশের কম জড়িত। বেশি সম্পৃক্ত হয়েছে আহলে হাদিসের মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্ররা। তিনি বাংলাদেশে জঙ্গি সংগঠন গড়ে তোলার মদদদাতা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ইসরাইল ও ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাকে দায়ী করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান মঙ্গলবার যুগান্তরকে জানিয়েছেন, কওমি মাদ্রাসা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য জানাসহ এসব ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ে আসার জন্য শিগগির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে। এজন্য কওমি মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ডেকে বৈঠক করা হবে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, কওমি মাদ্রাসাসহ সব ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়ে আগামী সপ্তাহে ডিসিদের কাছে চিঠি পাঠানো হবে। নির্ধারিত ছকে কওমি, নূরানি, ফোরকানিয়া ও হাফিজিয়া মাদ্রাসাসহ মসজিদভিত্তিক সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, শিক্ষার ধরন, প্রতিষ্ঠান চালানোর অর্থের উৎস, কি ধরনের পরিবার থেকে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়, শিক্ষাজীবন শেষে কিভাবে তারা কর্মজীবনে প্রবেশ করে প্রভৃতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য চাওয়া হবে।

জানা গেছে, জঙ্গি ইস্যুতে দেশের কওমি মাদ্রাসা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ বেশি। এজন্য কিছুদিন আগে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কওমি মাদ্রাসার বিষয়ে বিস্তারিত জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন। মন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলার অনুরোধ করেন। এরপর মার্কিন দূতাবাস থেকে দফায় দফায় যোগাযোগ করে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করার জন্য সময় চাওয়া হয়। একপর্যায়ে গতকাল সকালে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে যোগ দেন মার্কিন দূতাবাসের দু'জন কর্মকর্তা। ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে শুধু কওমি মাদ্রাসা নিয়েই আলোচনা হয়।

বৈঠক সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতার সঙ্গে দেশের কওমি মাদ্রাসার সম্পৃক্ততা থাকতে পারে বলে মার্কিন দূতাবাসের প্রতিনিধি দল মন্তব্য করে। এজন্য এসব মাদ্রাসার সংখ্যা এবং তা কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে জানতে চাওয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, কওমি মাদ্রাসা সরকারিভাবে স্বীকৃত কোন শিক্ষা ব্যবস্থা না। সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সম্পূর্ণ বেসরকারিভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ কারণে এসব মাদ্রাসার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কোন তথ্য নেই। দূতাবাসের প্রতিনিধিরা মাদ্রাসার সংখ্যা জানার ব্যাপারে বেশি আগ্রহ দেখালে একজন কর্মকর্তা বলেন, আনুমানিক ৩-৪ হাজার হতে পারে। এ সময় দূতাবাসের ওই কর্মকর্তা বলেন, তাদের জরিপ অনুযায়ী কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ১৫ হাজারের বেশি। এ বিষয়ে তাদের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে। তবে সরকারি তথ্যই তাদের কাছে বেশি গুরুত্ব বহন করে।

দূতাবাসের প্রতিনিধি দলকে জানানো হয়েছে, সরকারিভাবে তথ্য পেতে হলে কমপক্ষে দু'মাস সময় লাগবে। এজন্য ডিসিদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিদেশ সফররত শিক্ষামন্ত্রী আগামী সপ্তাহের প্রথমদিকে ঢাকায় ফিরবেন। এরপর ডিসিদের কাছে চিঠি পাঠানো হবে। এর আগে চিঠির খসড়া চূড়ান্ত করা হবে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত দেশে আলিয়া মাদ্রাসার সংখ্যা ১৬ হাজার ১০৫টি। এর মধ্যে ইবতেদায়ি বা প্রাথমিক বিদ্যালয় সমমানের মাদ্রাসা রয়েছে ৬ হাজার ৭২৩টি, এসএসসি সমমানের দাখিল মাদ্রাসার সংখ্যা ৬ হাজার ৬৫৩টি, এইচএসসি সমমানের আলিম মাদ্রাসার সংখ্যা ১ হাজার ৪৪৮টি, স্নাতক সমমানের ফাজিল মাদ্রাসার সংখ্যা ১ হাজার ৮৭টি এবং এমএ সমমানের কামিল মাদ্রাসার সংখ্যা ১৯৪টি।

জানা গেছে, কওমি, নূরানি, ফোরকানিয়া ও হাফিজিয়া মাদ্রাসাসহ মসজিদভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১ লাখের ওপরে। এর মধ্যে কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজারের মধ্যে। ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে স্থাপিত কওমি মাদ্রাসা বোর্ডের আওতাভুক্ত মাদ্রাসার সংখ্যা ৩ হাজার ২৫৮টি। কিন্তু এ বোর্ডের কাছে জেলাওয়ারি বিস্তারিত কোন তথ্য সংরক্ষিত নেই। এখানে আলিয়া মাদ্রাসার বাইরে স্বতন্ত্র সিলেবাসে ৬ স্তরে শিক্ষা দেয়া হয়। এ বোর্ড থেকে হেফজখানা সমমানের রয়েছে তাহফিজুল কোরআন, প্রাইমারি পর্যায়ে ইবতেদায়ি, নিম্ন মাধ্যমিক নামে মুতাওয়াসসিতাহ, এইচএসসি নামে সানাবিয়া আম্মাহ, স্নাতক পর্যায়ের ফজিলত এবং এমএ পর্যায়ে তাকমিল পাস করার পর সনদ দেয়া হয়। এসএসসি মানের কিছু নেই। নিজস্ব সিলেবাসে নিজেরা বই ছাপিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত করে। এসব শ্রেণীর পরীক্ষা হয় আরবি বছর ধরে শাওয়াল থেকে শাবান মাসের মধ্যে। ইংরেজি বছর মানা হয় না। নিম্নপর্যায়ে কিছু নামেমাত্র ইংরেজি বই পড়ানো হয়। মূল সিলেবাস হিসেবে আরবি ও কোরআন-হাদিস বিষয়ে ২০টি বই পড়ানো হয়। এসব মাদ্রাসায় কোন জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় না। প্রতিবছর এ শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রায় ৫ হাজার শিক্ষার্থী ফজিলত বা তাকমিল পাস করে বের হয়। কিন্তু প্রাপ্ত সনদ নিয়ে তারা কোথাও চাকরির জন্য আবেদন করতে পারে না। বাধ্য হয়ে তাদের কওমি মাদ্রাসা কিংবা মসজিদ-মক্তবে ইমাম, মুয়াজ্জিন বা খাদেমের চাকরি খুঁজতে হয়। অনেকে কোথাও কোন চাকরি না পেয়ে চরম হতাশা ও সংকটে পড়ে যান।

সূত্র জানিয়েছে, ঢাকায় এ কওমি মাদ্রাসা বোর্ডের বাইরেও দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ১০ হাজারের বেশি কওমি মাদ্রাসা রয়েছে। চট্টগ্রাম, বি-বাড়িয়া ও সিলেটে ছোট পর্যায়ে আরও ৫টি কওমি মাদ্রাসা বোর্ড আছে। এছাড়া বাকিসব কওমি মাদ্রাসা বোর্ড ছাড়াই যে যার মতো পরিচালিত হয়। ঢাকার যাত্রাবাড়ীতেও এরকম একটি মাদ্রাসা রয়েছে।

এদিকে ঢাকার যাত্রাবাড়ীস্থ বৃহত্তর কওমি মাদ্রাসা বোর্ডের মহাসচিব মাওলানা আবদুল জব্বার মঙ্গলবার যুগান্তরকে জানিয়েছেন, তারা সাধারণ শিক্ষার মর্যাদা পেতে জোট সরকারের সময় সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। সেখানে তারা তাদের দাবিদাওয়া দিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ তারা দেখেননি।